দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUL 1986
পৃষ্ঠা 4 কলাম 1

উপজেলা পরিক্রমাঃ

বাঁশখালী

।। মোঃ আবদুস সবুর ইসলামাবাদী।।

বাঁশখালী উপজেলা চট্টগ্রাম জেলার দক্ষিণাঞ্চলে পাহাড় ও সমুদ্রে ঘেরা একটি অনুন্নত অঞ্চল। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের নীলা নিকেতন এবং জল ও স্থল সম্পদে ভরপুর। বাঁশখালীর পশ্চিমে বঙ্গোপসাগরের মত তরংগমালা আছড়ে পড়ছে। পূর্বদিকে বিস্তৃত হয়ে আছে পর্বতমালা এবং উত্তরে বয়ে চলেছে শংখ নদী আর দক্ষিণে গাঁ জুড়ে আছে—মাতামুহুরী বিধৌত চকরিয়া উপজেলা।

আজ থেকে প্রায় ৪ বছর পূর্বে উপজেলায় রূপান্তরিত হয়েছে চট্টলার এ প্রত্যন্ত অঞ্চল বাঁশখালী। এর আয়তন ১৫১ বর্গ মাইল। লোকসংখ্যা পুরুষ ১,৩২,৯০০ জন, মহিলা ১,৩১,৪৩৬ জন, সর্ব মোট ২,৬৪,৩৩৬ জন। ইউনিয়ন ১৫টি, মৌজা ৭২টি, গ্রাম ১০৩টি, পরিবার ৪৬,৯৮২টি, হাট-বাজার ৩৬টি, ডাকঘর ২২টি, খাদ্য গুদাম ১টি, সারের গুদাম ১টি, ব্যাংক ৮টি, মসজিদ ৪৬৪টি।

উপজেলা উন্নয়ন ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ১টি, সড়ক ও জনপথ ১টি ২০ মাইল, ইট বসানো ৮ মাইল, কাঁচা ১২ মাইল, থানা পরিষদ রাস্তা ৭৫টি ২১৮ মাইল, ৫১/ মাইল ইট বসানো এবং ২১২১/ মাইল কাঁচা, ইউনিয়ন পরিষদ রাস্তা ১৫৩টি ২৭৫ মাইল সবটাই কাচা, হাসপাতাল ১টি, পরিবার ক্লিনিক ২টি, অকেজো নলকূপ ৪৮১টি, চালু নলকূপ ৬৩৫টি, পুকুর ২০৬০ আয়তন ১৬২০ একর মৎস্য খামার ১টি, পশুপালন খামার ২টি, চাষাবাদযোগ্য জমি ৩২,০০০ একর, অনাবাদী ৪৬৯০ একর, এক ফসলী ১৫,০০০ একর, দুই ফসলী ১০,০০০ একর, তিন ফসলী ৭০০০ একর, লবণ ১২৫০ একর, বন ১৬,৬০৬ একর, রবিশস্য জমি ৩২,৪০০ একর, শাক-সব্জী ১০০০ একর, রেভিনিউ সার্কেল ১টি, খাল ১টি, জলকদর, শংখ নদী ১টি।

যোগাযোগ

বাঁশখালী উপজেলার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বাঁশখালী সড়কের চাঁদপুর থেকে দক্ষিণ পুইছড়ি পর্যন্ত প্রায় ২০ মাইল-এর মধ্যে ১২ মাইল কাঁচা রাস্তা দীর্ঘদিন সংস্কার হয়নি। উপজেলা হেড কোয়ার্টার জলদী থেকে পুইছড়ি পর্যন্ত যাতায়াত ব্যবস্থা এখন সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত।

গ্রামাঞ্চলের রাস্তা ঘাটের অধিকাংশ পুল-কালভার্ট নষ্ট। তা ছাড়াও অনেক স্থানে কাঠের ও বাঁশের সেতুর উপর দিয়ে মানুষ জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আজও পারাপার হচ্ছে।

চট্টগ্রাম শহরের সাথে উপজেলা বাঁশখালীর বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থায় নিয়োজিত নৌ-যান লঞ্চ-ষ্টীমার চলাচলের ব্যাপক নাজুক অবস্থা বিরাজ করছে। রাত্রিকালীন চলাচলের জন্যে কোন আলো-বাতি নেই বা পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। নৌ-যানগুলো সমুদ্র পথে যে কোন মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।

শিক্ষা

প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণের অভাব-অনটন এবং আসবাবপত্র, বইপত্র, বিদ্যালয় ভবনের জীর্ণ দশা বাঁশখালী শিক্ষা ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছে। এ উপজেলাতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১০৮টি, কলেজ ২টি, উচ্চ বিদ্যালয় ১৬টি, বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ১৩টি, জুনিয়র উচ্চ বিদ্যালয় ৭টি, শিশুনিকেতন ২টি, এবতেদায়ী মাদ্রাসা ২১৭টি, সিনিয়র মাদ্রাসা ৮টি, জুনিয়র মাদ্রাসা ৪টি এবং কওমি মাদ্রাসা ১৯টি রয়েছে। অনেক বিদ্যালয়ের ছন ও টিনের ছাউনি এবং মাটি বা বাঁশের বেড়া দ্বারা নির্মিত।

কৃষি

এ উপজেলার শতকরা ৭৫ জন লোক কৃষক তাই কৃষিই একমাত্র প্রধান অবলম্বন। বাঁশখালীতে চাষাবাদযোগ্য জমি ৩২,০০০ একর, অনাবাদী জমি ৪৬৯০ একর, রবিশস্য জমি ৩২,৪০০ একর, অগ্রাণী শস্যের জমি ৩৭,০০০ একর, আউশ ১৪,৫০০ একর, বোরো ১২,৮০০ একর, একফসলী জমি ১৫,০০০ একর, দু'ফসলী ১০,০০০ একর, তিন ফসলী ৭০০০ একর লবণ উৎপাদন ১২৫০ একর, মোট খাদ্যের উৎপাদন ১২,০১,৫০২ মণ। এ উপজেলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি কৃষি হলেও কৃষি উন্নয়নের জন্য কোন কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। বর্ষা মওসুমে শংখ নদীতে পাহাড়ী ঢল এবং নদীর ভাংগনে ও বঙ্গোপসাগরের লোনা পানিতে ফসলী জমি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এদিকে শীত মওসুমে শংখ নদীর দু'কূলের কয়েক হাজার একর জমি সেচ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাঁশখালী উপজেলার হাজার হাজার একর জমি সমুদ্রের প্লাবন এবং শংখ নদীর অব্যাহত ভাংগনে বিলীন হয়ে যাচ্ছে।

বাঁশখালী চান্দপুর বৈলগাঁও ক্ষুদ্রতায়ন চা-বাগান প্রকল্পটি সুষ্ঠু পরিচালনার অভাবে ভূমিহীন কৃষক শ্রমিকদের আয়ের উৎস হ্রাস পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ

এলাকার বিদ্যুতের কারচুপি ও ঘন ঘন বিদ্যুৎ রিভ্রাটে জনজীবনে দুর্ভোগ দেখা দিয়েছে।

পল্লী বিদ্যুতায়নের অধীনে বাঁশখালী উপজেলার গুটি কয়েক গ্রাম ছাড়া উপজেলার অধিকাংশ গ্রামকে এখনও পর্যন্ত বিদ্যুতায়িত করা হয়নি। বানীগ্রাম, বৈলগাঁও চান্দপুর, হাজীগাঁও, বুরমছাড়া, পুকুরিয়া, বড়ঘোনা, গণ্ডামারা, পশ্চিম চাম্বল, সরলসহ পশ্চিম বাঁশখালীতে এখনও বিদ্যুতের ছোঁয়া লাগেনি।

হাসপাতাল

১০ শয্যা বিশিষ্ট উপজেলা হাসপাতালটিতে ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জামের তীব্র সংকট। হাসপাতালে রোগীর ভিড়, ওষুধ নেই ও চিকিৎসা বিঘ্নিত। সুচিকিৎসা ও ওষুধের অভাবে রোগীদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। ট্যাবলেটের সরবরাহ ছাড়া জীবন রক্ষাকারী ও এন্টিবায়োটিক কোন ওষুধের সরবরাহ নেই।

হাট-বাজার

বহদ্দারহাট, নাপোড়াহাট, বারিহাট, গজারহাট, বাংলাবাজার, যুববাজার, নতুনহাট, দারোগাহাট, মিয়ার বাজার চৌধুরীহাট, কেবিবাজার, মশরফ আলীহাট, মিজ্জিরহাট, করিম বাজার, নওয়াহাট, বটতলীহাট, ফেলমাশিয়া বাজার, রামদাসহাট, সরল বাজার ও শাপহাটসহ উপজেলা বাঁশখালীতে সর্বমোট ৩৬টি হাট-বাজার রয়েছে। কিন্তু হাট-বাজারগুলোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের ভীষণভাবে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। পানি নিষ্কাশনের কোন ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টি হলেই হাট-বাজারের রাস্তায় বেশ পানি জমে যায় এবং কর্দমাক্ত অবস্থায় বাজারে চলাচল করতে অসুবিধা হয়। হাট-বাজারগুলো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকায় আবর্জনার স্তূপে ভরপুর হচ্ছে।

অধিকাংশ হাট-বাজার সংলগ্ন এলাকাগুলোতে জোয়াড়ীদের দৌরাত্ম, মদ্যপান, চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি মারাত্মকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।